বাংলার ব্রতপার্বণ – শীলা বসাক, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬, মূল্য – ১৫০ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা)।

ব্রত লোককলার একটি মিশ্র ধারা (complex genre)। এর অন্তর্গত চারটি উপাদান স্পষ্ট : ক. বাণী, খ. চিত্র, গ. নৃত্য, ঘ. আচার। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি বাগাশ্রিত অর্থাৎ ব্রতের ছড়া, গান, কথা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি অঙ্কন–কলাশ্রিত বা ব্রতের আলপনা। তৃতীয় ও চতুর্থটি অঙ্গক্রিয়াশ্রিত বা প্রদর্শ কলা (performing arts)। এছাড়াও ব্রতপালনকারী, ব্রতোপচার, ব্রতের উপাস্য দেবদেবী, ব্রতের কাল তথা বার–তিথি–মাস ইত্যাদির কথাও এসে যায়। বিভিন্ন ব্রত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পালিত হয়। ব্রত সম্পর্কিত এতসব বিষয় একত্রে আলোচনা করলে বিশাল আকার ধারণ করে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল, আর এই জটিল কাজটি ড. শীলা বসাক আলোচ্য গ্রন্থে সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রধানত ব্রতের সাহিত্য ও আচার সংক্রান্ত ধারাটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; তবে চিত্র ও নৃত্যের কথাও অনুচ্চারিত থাকেনি।

ড. শীলা বসাক 'বিষয়সূচি'তে পর্ববিন্যাস করেছেন এভাবে : সংজ্ঞা ও উৎস–সন্ধান, আচার ও ক্রিয়া, কামনা ও বাসনা, উপকরণ, নিয়মবিধি ও বৈশিষ্ট্য, আলপনার নান্দনিক রূপতত্ত্ব, ব্রতের ছড়া, ব্রতের শ্রেণীবিন্যাস, ব্রতকথা ও লোককথা, ব্রত : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য, ব্রতের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ, ব্রত : নারীর ভূমিকা, ব্রতের মূল্যায়ন, ব্রত : বৈচিত্র্যের স্বরূপ, জেলাভিত্তিক ব্রতপালন, বিভিন্ন রাজ্য ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ব্রত : তুলনামূলক বিশ্লেষণ, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ব্রতকথার মটিফ ইনডেক্স ও ভারতে বহুল প্রচলিত ব্রতসমূহ। মোট ১৯টি পর্ব আছে। প্রথমে বলে রাখি— লেখকের এরূপ পর্ববিভাজন ও বিন্যাস সুশৃঙ্খল হয়নি ; কিছুটা ছড়ানো ও এলোমেলো হয়েছে : যেমন ব্রতের ছড়া, ব্রতকথা ও লোককথা পাশাপাশি আলোচিত হতে পারতো, অনুরূপভাবে ব্রতের শ্রেণীকরণের পর বৈচিত্র্যের স্বরূপ, ব্রতের সংজ্ঞা ও উৎস–সন্ধানের পর প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে ব্রতের কথা আলোচনা করা যেতো। আমরা এভাবেই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করবো। গ্রন্থের শিরোনামে 'পার্বণ' শব্দটি যোগ করে বিষয়কে সীমিত করতে চাইলেও লেখক বাংলার ব্রতের মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রই তুলে ধরেছেন।

"মানুষের কামনা–বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত।" (পৃ.১), "ব্রত হল ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ।" (পৃ. ১), "ব্রতকে যাদুবিদ্যাগত প্রতীকী অভিব্যক্তি–ব্যঞ্জিত অনুষ্ঠানও বলা চলে।" (পৃ.১), "ব্রত হল নিয়ম–সংযমের মধ্যে দিয়ে কামনা দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।"(পৃ. ২),"ব্রত হল মানুষের কামনার অনুষ্ঠান।" (পৃ.২) "ব্রত হল পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান বা তপস্যা।" (পৃ.২)—ছোট ছোট এসব বাক্য দ্বারা লেখক ব্রতের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাংলার ব্রত প্রায় ষোল আনা হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী সমাজ পালন করে থাকে, সামান্য কয়েকটি ব্রত নিম্ন স্তরের মুসলিম নারী পালন করে, মাত্র কয়েকটি ব্রতানুষ্ঠানে পুরুষ জড়িত আছে। লেখক সংজ্ঞায় 'মানুষ' নামটি ব্যবহার করে সাধারণীকরণ (generalisation) করেছেন। সংজ্ঞার প্রথম বাক্যটির ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তাই হলো ব্রত।"(পৃ.১)

বাংলার ব্রতের উৎস প্রসঙ্গে "আদিম সমাজের প্রভাব" আছে— লেখক পূর্বসূরির মতামত ও ব্রতের সামাজিক–নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষিজীবী ও অরণ্যজীবী অনার্যরা ব্রতের জন্মদাতা – তা ব্রতের কামনা–বাসনা, ব্রতের দেবদেবী, ব্রতাচার, ব্রতোপচার, ব্রতের প্রতীক–ব্যঞ্জনা ইত্যাদি ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে আর্য–সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে ; এটি আর্য–অনার্য সংস্কৃতির লেনদেনের ফল। প্রলেপ প্রলেপই ; ব্রতের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই এর আদি রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। লেখক বলেন,

> বাংলার বহু ব্রত আছে সে ব্রতগুলি মূলত গুহ্যযাদুশক্তি এবং উর্বরতাবৃদ্ধি বা প্রজননশক্তির পূজা হিসেবে আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে এক সময় প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এদের মধ্যে কতকগুলি ব্রত একান্তই আদিম কৌম সমাজের এবং কতকগুলি আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবর্তন বা পরিমার্জিত হয়ে বাংলার লৌকিক ব্রতে রূপান্তরিত হয়েছে। (পৃ. ৮–৯)

তিনি 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' থেকে 'করম' (ব্রত) পর্যন্ত ৩৬টি লৌকিক ব্রতের উদ্ভবের পেছনে আদিম সমাজের আকাঙ্ক্ষা, চেতনা ও কামনা–বাসনার চিত্র একটি তালিকার মধ্যে তুলে ধরে এর সত্যতা উদ্‌ঘাটন করেছেন। যত দিন গেছে, ব্রতের নানা অঙ্গে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, পাশাপাশি নতুন ব্রতের জন্ম হয়েছে। নিজের ও পরিবারের ধন–জনের সুখ–সমৃদ্ধি–নিরাপত্তার কামনা চিরন্তন ; তাই ব্রতগুলো সমাজ থেকে তিরোহিত হয়নি। লেখকের এসব বক্তব্যের সাথে আমরা একমত। অস্ট্রিক–দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্য গোষ্ঠীর মানুষ বিশেষত নারী সমাজ যেসব ব্রতের জন্ম দিয়েছে সেসব ব্রতের উদ্দেশ্য, দেবদেবী, পাত্র–পাত্রী, পরিবেশ ইত্যাদি বিচার করে বলা যায় যে, ব্রতগুলো পরিবার প্রথার ও সম্পদে ব্যক্তি–মালিকানার চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। এতে

ধারণা করা সংগত হবে যে, বিবাহ ও পরিবার প্রথা-উত্তর সমাজেই (post antequam) এগুলোর উদ্ভব হয়েছে। আর যেসব ব্রতে রামায়ণ-মহাভারতের নানা চরিত্র ও পুরাণের দেবদেবীর উল্লেখ আছে, সেসব ব্রত এদেশে রামকথা, ভারতকথা, পুরাণাদি রচিত ও প্রচারিত হওয়ার পর জন্মলাভ করেছে।

ব্রতের উৎস অনুসন্ধানের সূত্র ধরে 'ব্রত : প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য' (পৃ.৯৬-১১১) পর্বটি রচিত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিভিন্ন কবি রচিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ইত্যাদি মৌলিক কাব্যে যেসব ব্রতের নাম-পরিচয়-আচার-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায়, লেখক উদ্ধৃতি সহকারে সেসবের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। মনসা ব্রত, দশহরা ব্রত, আরফা ব্রত, চণ্ডীব্রত, ষষ্ঠী ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত, অনন্ত ব্রত, ধর্মব্রত, সূর্যব্রত, শিবচতুর্দশী ব্রত, একাদশী ব্রত, নারায়ণ ব্রত, অসিপত্র ব্রত, অষ্টমী ব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত, অম্বুবাচী ব্রত, সত্যপীর ব্রত, কার্তিক ব্রত— এই কয়টি ব্রতের বিবরণ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলা ব্রতের গতি-প্রকৃতি জানার জন্য এরূপ তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা আবশ্যক ছিল। লেখক কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এসব নিদর্শন বাংলার ব্রতের অতীত অস্তিত্ব ও ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ বহন করে।

এরপরে আসে 'ব্রতের শ্রেণীবিভাগে'র (পৃ. ৪৯-৫৬) কথা। শ্রেণীবিভাজনের কোনরূপ ব্যাখ্যা না দিয়েই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক এবং অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক — এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে লেখক লৌকিক ব্রতগুলোকে নারীব্রত, পুরুষব্রত ও নারী-পুরুষ যৌথ ব্রত — এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তিনি নারী ব্রতকে আবার কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত, বিধবা ব্রত ও কুমারী-সধবা-বিধবা যৌথ ব্রত —এরূপ চারটি উপবিভাগ করেছেন। প্রথম বিভাজনটি বিষয়ভিত্তিক, পরেরটি ব্রতিনীভিত্তিক। শাস্ত্রীয় ব্রত সম্পর্কে তিনি বলেন,

> শাস্ত্রীয় ব্রতে পুরোহিত্যের মধ্যস্থতায় সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা করা হয়। শাস্ত্রীয় ব্রতে স্বস্তিবাচক, কর্মারম্ভ, সঙ্কলন, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শক্তিমন্ত্র ইত্যাদি উচ্চারণ ও স্থাপন করা হয়। এরপর ভুজ্জি (ভোজ্য) উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া হয় এবং শেষে ব্রতকথা শোনা হয়। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রতগুলি হল : ব্রাহ্মণ ব্রত, বামন দ্বাদশী ব্রত, ধর্মঘট ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রত, তালনবমী ব্রত, ফলসংক্রান্তি ব্রত, মিষ্টসংক্রান্তি ব্রত, ষোলকলা ব্রত ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় ব্রতে আর্যঋষিরা যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়ে দেবতার স্তব ও প্রার্থনা করতেন – ধন, জন, অন্ন, আয়ু, সুখ ও সমৃদ্ধি। (পৃ. ৪৯-৫৪)

লেখকের মতে, "লৌকিক ব্রতে শাস্ত্রীয় ব্রতের মতো ঘটা নেই ; ব্রতী বা ব্রতিনী নীরবে নিভৃতে আরাধ্যদেবতার প্রতীকের সামনে বসে মনের কামনা-বাসনা সরাসরি নিবেদন করে।" (পৃ. ৫৪)। বাংলার লৌকিক ব্রতের সংখ্যা কত? লেখক তা স্পষ্ট পরিসংখ্যান দেননি ; তবে গ্রন্থে যেসব নাম-পরিচয় দিয়েছেন, সেসব থেকে অর্ধ শতাধিক ব্রতের কথা জানা যায়। গ্রন্থে ব্রতী-ব্রতিনীভিত্তিক বিভাজন ছাড়াও আরও দুভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে : একটি মাসভিত্তিক, অপরটি উপাস্য দেবদেবীভিত্তিক। বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত কোন মাসে কোন কোন ব্রত পালিত হয়, তার তালিকা আছে : বৈশাখ মাসে সবচেয়ে বেশি ব্রত পালিত হয়। উপরন্তু মঙ্গল চণ্ডী, লক্ষ্মীব্রত, সুবচনী ব্রত, বিভিন্ন নামে ষষ্ঠী ব্রত, এয়ো সংক্রান্তি, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ব্রত ইত্যাদি বার মাস ধরে উদ্‌যাপিত হয়। ষষ্ঠী, শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ-রাধা, ইন্দ্র-বরুণ, সূর্য, চণ্ডী, দুর্গা, মনসা, লক্ষ্মী, দেবদেবী এবং সত্যপীর ব্রত, হাজির পীর ব্রত, খোয়াজ খিজির পীর ব্রত, আসন পীর ব্রত, মাজার পীরের জারি ব্রত ইত্যাদি পীরভিত্তিক ব্রত। এছাড়াও আদিবাসী হো-জাতি, সাঁওতাল, বিরহোড়, চট্টগ্রাম ও ময়ূরভঞ্জের উপজাতির মধ্যে প্রচলিত কিছু ব্রতের উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে।

'ব্রতের শ্রেণীবিভাগে'র সাথে সম্পৃক্ত করে 'ব্রত: বৈচিত্র্যের স্বরূপ' (পৃ. ১২৭-২০৫) অধ্যায়টি আলোচনা করতে হয়। নিঃসন্দেহে অধ্যায়টি দীর্ঘ, তথ্যবহুল ও মূল্যবান।

"ব্রতের মধ্যে নারীমনের কামনার প্রকাশ ঘটে।"—এ ধরনের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে "এবারে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ব্রতের (মাস অনুযায়ী) উল্লেখ ও আলোচনা করা হল :" বলে লেখক 'শিবব্রত' থেকে 'নাটাইচণ্ডী ব্রত' পর্যন্ত ৬৫টি ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ব্রতের স্থান-কাল-পাত্র, দেবদেবী, উদ্দেশ্য, ছড়া-ব্রতকথা, আলপনা, ব্রতোপচার ইত্যাদি অনুষঙ্গ বিষয় যুক্ত করে বিচার-বিশ্লেষণ করায় অংশটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। সব শ্রেণীর পাঠক অংশটি পড়ে এদেশের পৌরাণিক ও লৌকিক ব্রত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন। কথা, চিত্র, নৃত্য, আচার - এই চতুরঙ্গ আশ্রিত বাংলা ব্রতের স্বরূপটি লেখক একে একে উন্মোচিত করে পাঠকের সব রকম কৌতূহল নিবৃত করেছেন। লেখকের এটি একটি সফল অধ্যায়।

'জেলাভিত্তিক ব্রতপালন' (পৃ. ২০৬-২৩৩) অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলায় প্রচলিত ব্রতের সাধারণ বিবরণ আছে। এগুলোর মধ্যে পূর্বের অনেক ব্রত, আবার একান্ত আঞ্চলিক ব্রতেরও উল্লেখ আছে। আঞ্চলিক ব্রতগুলোতে স্থানীয় প্রকৃতি-পরিবেশের (ecology) প্রভাব স্পষ্ট। পুনরাবৃত্তির কথা মনে রেখেও বলা যায়, এ-অধ্যায় পূর্বের অধ্যায়ের সম্পূরক হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। বাংলাদেশকে 'প্রতিবেশী

রাষ্ট্র' হিসাবে উল্লেখ করে লেখক বাংলাদেশে প্রচলিত ৫১টি ব্রতের তালিকা দিয়েছেন। (পৃ. ৩০৩–৩৩০)।

ব্রতগুলোকে তিনি জেলাভিত্তিক, মাসভিত্তিক বিভাজনও করেছেন এবং প্রধান প্রধান ব্রতের বর্ণনামূলক পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা' (পৃ. ৩৭৬–৪১৫) অংশ এর সাথে মিলিয়ে দেখলে ব্রতের বৈচিত্র্য ও রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের ব্রতের নাম–বার–তিথি–দেবদেবী–আলপনা–নৃত্য, ছড়া–কথা–ব্রতিনী–ব্রতাচার–ব্রতোপচার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যতিক্রম ছাড়া যে বিশেষ পার্থক্য নেই, তা এই বিবরণ থেকে বুঝা যায়। এই গ্রন্থে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের এবং নেপালের ব্রত সম্পর্কেও পরিচিতিমূলক বিবরণ দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভারতব্যাপী ব্রতসমূহের কেবল বিবরণ তুলে ধরেননি, 'তুলনামূলক বিশ্লেষণ'ও করেছেন। এতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা যায়, ব্রত সম্পর্কিত পাঠকের সকল কৌতূহল পূর্ণ করেছেন তিনি। এরূপ বৃহত্তর পরিসরে এত সংখ্যক ব্রতের একত্রে বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থে আমরা দেখিনি। লেখককে এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। গ্রন্থশেষে ভারতের বহুল প্রচলিত ৬২১টি ব্রতের নাম-তালিকা আছে (পৃ. ৪১৪–৪১৬)।

'ব্রতের ছড়া' (পৃ. ৩৮–৪৮) এবং 'ব্রতকথা ও লোককথা' (পৃ. ৫৭–৯৫) অংশ দুটি একত্রে আলোচনা করতে পারি। ব্রতের নারী-পুরুষ যা কামনা করে ছড়ায় তাই প্রতিধ্বনিত হয়। সকল ব্রতের ছড়া নেই ; লেখক মোট ৩৩টি ব্রতের ছড়ার পূর্ণ/আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অধিকাংশ ছড়া সংক্ষিপ্ত : সেঁজুতি ব্রত, হরির চরণ ব্রত, দশপুত্তলি ব্রত ইত্যাদির ছড়া দীর্ঘ। ব্রতের ছড়ায় কামনা-বাসনার কথা সরাসরি বলা হয়।

রণে রণে এয়ো হবো,
জনে জনে সো হবো,
আকালে লক্ষ্মী হবো
সময়ে পুত্রবতী হবো।

'রণে এয়ো ব্রতে'র ছড়া এটি। অনুরূপ "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।" ভাইফোঁটা ব্রতের ছড়া। কোন কোন ছড়া গানের সুরে বাঁধা—এগুলো 'ব্রতের গান' রূপেও পরিচিত। ভাদুলি ব্রত, টুসু ব্রতের ছড়া গান করা হয়।

ব্রতকথা গদ্যে রচিত পূর্ণাঙ্গ কাহিনী : এতে ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। ব্রতের

দেবদেবীর কৃপায় কাহিনীর নায়ক-নায়িকা দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং ধনে-জনে সুখ-শান্তি লাভ করে। গ্রন্থে শংকটার ব্রতকথা, করম ব্রতকথা, পৃথিবী ব্রতকথা, ইতু ব্রতকথা - মোট ৪টি ব্রতকথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো বাংলার খাঁটি সম্পদ ; লোককাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। 'ব্রতকথার মোটিফ ইনডেক্স' (পৃ. ৪১৬-১৮) নির্ণয় লেখকের অভিনব প্রয়াস। ব্রতের গবেষণায় পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রয়োগ এই প্রথম দেখা গেল।

'ব্রত : আলপনার নান্দনিক রূপতত্ত্বে' (পৃ.৩৩-৩৭) ব্রতের আলপনার চিত্রবস্তু, অঙ্কনরীতি, অঙ্কনের ক্ষেত্র, উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সব ব্রতে আলপনা দেওয়া হয় না। কয়েকটি ব্রতে আলপনা দেওয়া হয়। ব্রতের চিত্রবস্তুতে ব্রতিনীর কামনা-বাসনার প্রতিফলন আছে। ছড়ায় যা বাণীবদ্ধ হয়, অঙ্কনে তা চিত্রায়িত হয়। আবেগ-কল্পনার মিশ্রণে প্রতীক-দ্যোতনায় উভয় ধারায় নারীর নান্দনিক চেতনার স্পর্শ উদ্ভাসিত হয়।

'আচার ও ক্রিয়া', 'কামনা ও বাসনা', 'ব্রত : উপকরণ', 'ব্রত : নিয়মবিধি ও বৈশিষ্ট্য', 'ব্রতের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', 'ব্রত : নারীর ভূমিকা', 'ব্রতের মূল্যায়ন', পর্বগুলো ক্ষুদ্র, কিন্তু অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি আছে। গ্রন্থের শুরুতে ১৬টি রঙিন আলোকচিত্র আছে ; এতে ব্রতের উপকরণ, ব্রতিনী, আলপনা, ঘট, চালচিত্র স্থান পেয়েছে। ব্রতের আলোচনায় চিত্রগুলো অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

গ্রন্থের কভার ফোলিওতে বলা হয়েছে — "বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় এই গ্রন্থ নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে।" এ-ব্যাপারে আমরাও একমত পোষণ করি।

ওয়াকিল আহমদ*

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা